উপপরিচালকের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর			☐ অতি জরুরী
☐ ডিটিও	☐ এডিডি (শস্য/পিপি/উদ্যান)	☐ কৃষি প্রকৌশলী	☐ জরুরী
☐ এসএএও	☐ প্রধান সহকারী	☐ ব্যক্তিগত সহকারী	☐ সাধারণ
☐ ভাণ্ডার রক্ষক	☐ অফিস সহকারী/ কম্পিউটার		
স্মারক ৬৮৭	তাং ৬/৪/২৪	উপপরিচালক, ডিএই, মেহেরপুর	

০৪/৪/২০২৪

কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
সরেজমিন উইং
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫
(www.dae.gov.bd)

স্মারকলিপি

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে চলতি **"বৈশাখ -১৪৩১ মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়" শীর্ষক** লিফলেট এতদসংগে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো। এ লিফলেটটি মুদ্রণ করে আপনার অঞ্চল / জেলার কৃষক ভাইদের মাঝে ব্যাপক ভাবে প্রচার করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো এবং এ বিষয়ে অগ্রগতির প্রতিবেদন নিম্নস্বাক্ষরকারীর বরাবরে প্রেরণ করার জন্য বলা হলো।

সংযুক্ত: **"বৈশাখ -১৪৩১** মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়" -১ (এক) পাতা।

০৩/০৪/২৪
পরিচালক
সরেজমিন উইং
ফোনঃ ৫৫০২৮৪০৩
ইমেইল, ০৬/০৪/২৪

স্মারকনং- ১২.১০.০০০০.০০৪.১৬.০৫২.১৩(৩য় অংশ)/ ৪৩৭(৮৭) তারিখ: ০৪/০৩/২০২৪খ্রি.

অনুলিপিঃ জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে-
১।পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ উইং/ হর্টিকালচার উইং /প্রশিক্ষণ উইং / উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং / উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং / ক্রপস উইং / পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২।পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা। (প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধসহ)।
৩। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর.. অঞ্চল (১৪টি)।
৪। উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর.. (জেলা সকল)।
৫। উপপরিচালক, (আইসিটি ব্যবস্থাপনা), পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা। (লিফলেটটি ডিএই এর ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধসহ)।
৬। অতিরিক্ত উপপরিচালক, নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, সরেজমিন উইং,কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা। (লিফলেট টি ই-মেইল যোগে সকল অতিরিক্ত পরিচালক ও উপপরিচালক, ডিএই বরাবরে প্রেরণ নিশ্চিত করতে বলা হলো)।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ
১। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
৩। অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মহোদয়ের একান্ত সচিব,কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
৪। মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।
৫। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপপরিচালকের কার্যালয়
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর।

স্মারক নং- ১২.১৭.৫৭০০.০৪১.১৬.০২৩/৬৮৮ তারিখঃ ০৮/০৪/২০২৪ খ্রিঃ

অনুলিপি অবগতি ও কাযার্থে প্রেরণ করা হলো ঃ

১। উপজেলা কৃষি অফিসার, মেহেরপুর সদর/ মুজিবনগর/ গাংনী মেহেরপুর। পত্রের নির্দেশনার আলোকে জরুরী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য নির্দেশনক্রমে অনুরোধ করা হলো।

০৮/৪/২০২৪
উপপরিচালক
কৃষিসম্প্রসারণ অধিদপ্তর
মেহেরপুর।

বৈশাখ মাসে কৃষকভাইদের করণীয়

বৈশাখ মাস। বাংলা নববর্ষ। নতুন বছরের শুভেচ্ছা সবাইকে। এ মাসে চলতে থাকে আমাদের ঐতিহ্যবাহী মেলা, পার্বন, উৎসব, আদর আপ্যায়ন। পুরনো বছরের ব্যর্থতাগুলো ঝেড়ে ফেলে নতুন দিনের প্রত্যাশায় কৃষক ফিরে তাকায় দিগন্তের মাঠে। আসুন জেনে নেই বৈশাখে কৃষির করণীয় বিষয়গুলো :

- বোরো ধানে ব্লাস্ট আক্রমণ হতে পারে। আক্রান্ত জমিতে পানি ধরে রাখতে হবে এবং ট্রুপার ৭৫ ডব্লিউপি/ ন্যাটিভো ৭৫ ডব্লিউজি ছত্রাকনাশক ব্যবহার করে ব্লাস্ট রোগ দমন করতে হবে।
- দেরিতে রোপণ করা বোরো ধানের জমিতে চারার বয়স ৫০-৫৫ দিন হলে ইউরিয়া সারের শেষ কিস্তি উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
- নাবি বোরো ধানের থোড় আসার সময় যাতে খরার জন্য পানির অভাব না হয় তাই আগে থেকেই সম্পূরক সেচের জন্য মাঠের এক কোণে মিনি পুকুর তৈরি করতে হবে।
- বোরো ধানের থোড় আসা শুরু হলে জমিতে পানির পরিমাণ দ্বিগুণ বাড়াতে হবে। ধানের দানা শক্ত হলে জমি থেকে পানি বের করে দিতে হবে।
- এ মাসে বোরো ধানে বাদামী গাছ ফড়িং, গান্ধি পোকা, লেদা পোকা, শীষকাটা লেদা পোকার আক্রমণ হতে পারে। পোকা দমনের জন্য নিয়মিত ক্ষেত পরিদর্শন করতে হবে এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পোকার আক্রমণ রোধ করতে হবে। এসব উপায়ে পোকার আক্রমণ প্রতিহত করা না গেলে শেষ উপায় হিসেবে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে সঠিক বালাইনাশক, সঠিক সময়ে, সঠিক মাত্রায়, সঠিক নিয়মে প্রয়োগ করতে হবে।
- এ মাসে শিলাবৃষ্টি হতে পারে, বোরো ধানের ৮০% পাকলে তাড়াতাড়ি কেটে ফেলতে হবে।
- আউশ ধানের জমি তৈরি ও বীজ বপনের সময় এখন । বোনা আউশ উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি এবং রোপা আউশ বন্যামুক্ত আংশিক সেচনির্ভর মাঝারি উঁচু ও মাঝারি নিম্ন জমি আবাদের জন্য নির্বাচন করতে হবে । বোনা আউশের জাত হিসাবে বিআর২০, বিআর২১, বিআর২৪, ব্রি ধান৪২, ব্রি ধান৪৩, ও ব্রি ধান৮৩ এবং রোপা হিসাবে বিআর২৬, বিআর২১, ব্রি ধান৪৮, ব্রি ধান৮২ ও ব্রি ধান৮৫ , খরাপ্রবণ বরেন্দ্র এলাকাসহ পাহাড়ি এলাকার জমিতে বিনাধান-১৯ চাষ করতে পারেন।
- খরিফ মৌসুমে ভুট্টার বয়স ২০-২৫ দিন হলে ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ করতে হবে। মাটিতে রসের ঘাটতি থাকলে হালকা সেচ দিয়ে জমিতে আগাছা পরিস্কার করতে হবে এবং একই সাথে গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে।
- ১৫ বৈশাখ পর্যন্ত তোষা পাটের বীজ বপন করা যায়। তাই যথাসম্ভব দ্রুত বীজ বপন করতে হবে।
- গ্রীষ্মকালীন শাক-সবজির বীজ বপন বা চারা রোপণ শুরু করতে হবে।
- বসতবাড়ির বাগানে ডাঁটা, কলমিশাক, পুঁইশাক, করলা, ঢেঁড়শ, বেগুন, পটল চাষের জন্য উদ্যোগ নিতে হবে।
- মাদা তৈরি করে চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা, ধুন্দল, শশা, মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়ার বীজ বুনে দিতে হবে।
- এ মাসে কুমড়া জাতীয় ফসলে মাছি পোকা দারুণভাবে ক্ষতি করে থাকে। এ ক্ষেত্রে কুমড়াজাতীয় ফসলের মাছিপোকা দমনের জন্য সেক্স ফেরোমন ট্র্যাপ ব্যবহার করতে হবে। কুমড়া জাতীয় সব সবজিতে কৃত্রিম পরাগায়ন করতে হবে।
- গ্রীষ্মকালিন টমেটো চাষ করতে চাইলে বারি টমেটো-৪, বারি টমেটো-৫, বারি টমেটো-৬, বারি টমেটো-১০, বারি হাইব্রিড টমেটো-৪, বারি হাইব্রিড টমেটো-৮,বিনাটমেটো-৩,বিনাটমেটো-৪ চাষ করতে পারেন।
- আমের মাছি পোকাসহ অন্যান্য পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। তাই পোকামাকড় দমনে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- এ সময়ে প্রচন্ড তাপদাহ দেখা দিতে পারে। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের যেখানে সেচ সুবিধা নেই সেখানে শাক-সবজির ও ফলের বাগানে মালচিং দিয়ে মাটির রস সংরক্ষণ করুণ এবং পরবর্তীতে সেচ প্রদান করতে হবে।
- এ সময় কাঁঠালের নরম পঁচা রোগ দেখা দেয়। ফলে রোগ দেখা দেওয়ার আগেই ফলিকুর ০.০৫% হারে বা ইন্ডোফিল এম-৪৫ বা রিডোমিল এম জেড-৭৫ প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে ৩ বার স্প্রে করতে হবে।
- বৃষ্টি হয়ে গেলে পুরাতন বাঁশ ঝাড় পরিস্কার করে মাটি ও কম্পোষ্ট সার দিতে হবে ।
- নার্সারীতে চারা উৎপাদনের জন্য বনজ গাছের বীজ বপন করতে পারেন।
- এ মাসে সজিনার ডাল কেটে সরাসরি রোপণ করতে পারেন।

এছাড়া কৃষির যে কোন সমস্যায় উপজেলা কৃষি অফিস অথবা কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে বা কৃষক বন্ধু সেবার ৩৩৩১ নম্বরে কল করে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে পারেন।